উপস্থিতঃ

বিচারপতি জনাব এ,কে,এম, ফজলুর রহমান

এবং

বিচারপতি জনাব শেখ মোঃ জাকির হোসেন

ফৌজদারী আপীল নং-৫৯২৯/২০০৮

সাইদুর রহমান গং

----Awfh³-AvcxjKvixগণ|

বনাম

রাষ্ট্র ও অন্যএকজন

- ‡imcb‡W›U পক্ষ|

Rbve মোহাম্মদ কফিল উদ্দিন খান, G¨vW‡fv‡KU

----Awfh³-AvcxjKvixMY পক্ষে।

জনাবা শাকিলা রওশন, ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল

--- ‡imcb‡W›U c‡¶|

শুনানী ও রায় প্রদানঃ ১৯ অক্টোবর,২০১১ খ্রিঃ

বিচারপতি শেখ মোঃ জাকির হোসেনঃ

Bnv bvix I wkï wbhvZb `gb AvBb 2000 Gi 28 avivi weavb Abhvqx আদেশের বিরুদ্ধে একটি Avcx‡ji Av‡e`b cÎ|

bvix I wkï wbhvZb `gb we‡kl UvBe¨bvj bs-1 মানিকগঞ্জে, (cieZx‡Z ïa UvBe¨bvj wnmv‡e AwfwnZ nB‡e) wePviYaxb bvix I wkï gvgjv bs- 85/2007, hvnv মিস পিটিশন নs-২৪/২০০৭, aviv ১১(গ)/30 নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ (পরবর্তীতে শুধু আইন হিসাবে অভিহিত হইবে) nB‡Z D™Z; D³ gvgjvq Awfh³-AvcxjKvix‡`i wei“‡× UvBe¨bvj KZK 27/7/2008 Bs Zwi‡L 24নং আদেশ বলে পলাতক 1bs আসামীi wei“‡× AvB‡bi ১১(গ) Ges আপীলকারীদের

wei“‡×11(গ)/৩০ ধারায় Awf‡hvM MV‡bi Av‡`k c`Ë nB‡j Awfh³-Avcxj Kvi xMY ms¶× nBqv D³ Av‡`‡ki wei“‡× AÎ Avcxj `v‡qi K‡ib|

Avcxj wU 2০/10/২০০৮ Bs Zwi‡L ïbvbxi Rb¨ AÎ Av`vj‡Z MnxZ nq Ges Avcxj MnxZKvjxb D‡jwLZ bvix I wkï-৮5/2007 bs gvgjvর সকল কার্যক্রম ৬(ছয়) gv‡mi Rb¨ স্থগিতের Av‡`k nq, hvnv cieZx‡Z mg‡q mg‡q ewaZ nBqv Avcxj wU wb®úwË bv nIqv chš ewaZ nq|

Avcxj wU wb®úwËi ¯v‡_ gvgjvi msw¶ß NUbv GB †h, ভিকটিম অভিযোগকারীনি থানায় তাহার এজাহার গ্রহণ না করার জন্য সরাসরি ট্রাইব্যুনালে মিস পিটিশন দায়ের করেন, যাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ,-অভিযোগকারীনি ও তাহার পরিবারের লোকজন সহজ, সরল, নিরীহ প্রকৃতির শান্তি প্রিয় লোক। পক্ষান্তরে আসামীগণ পরস্পর আত্মীয়, একদলভূক্ত, পর ধনলোভী, যৌতুকলোভী, নারী নির্যাতনকারী লোক। ১নং আসামী তাহার স্বামী, ২-৩ নং আসামী ১নং আসামীর বড় ভাই, ৪-৬ নং আসামী ১নং আসামীর আপন চাচা এবং ৭নং আসামী ১নং আসামীর দাদা। ১নং আসামীর সহিত তাহার বিগত ইং ০৪/০২/১৯৯৮ তারিখে ইসলাম ধর্মের বিধান মতে ও শরিয়ত মতে, ২০,০০০/০০ (বিশ হাজার) টাকা দেন মোহর ধার্যে এবং রেজিস্ট্রীকৃত কাবিন মূলে তাহার বিবাহ হয়। বিবাহের সময় তাহার পিতা তাহার সুখের কথা ভাবিয়া ১নং আসামীকে বিবাহের কেনা কাটা করার জন্য নগদ ১৫,০০০/০০ টাকা, বিভিন্ন প্রকার আসবাবপত্র, মুল্যবান কাপড় চোপড়, ও অন্যান্য ব্যবহার্য জিনিসপত্র দেয়। বিবাহের পর ১ নং আসামীর সংসারে যাইয়া ১নং আসামীর সহিত স্বামী ও স্ত্রী হিসেবে একত্রে ঘর সংসার করিতে থাকেন। ফলে তাহার গর্ভে ও ১নং আসামীর ঔরষে একটি কন্যা সন্তান জন্ম গ্রহন করে।

বর্তমান বয়স অনুমান ৮ বৎসর হইবে। তাহার কন্যা সন্তানের জন্মগ্রহনের পর ১নং আসামী সৌদি আরবে যাওয়ার জন্য ২-৩ নং আসামীকে সঙ্গে লইয়া তাহার পিতার নিকট হইতে ফেরত দেওয়ার অঙ্গীকারে ২,০০,০০০/০০(দুই লক্ষ) টাকা ধার হিসেবে নেয়। কিন্তু কথামত আর ফেরত দেয় নাই। উপরোক্ত সৌদি আরবে অবস্থানরত ১নং আাসামীর কথামত অন্যান্য আসামীগণ বৈবাহিক সম্পর্ক স্থির রাখার শর্তে বিবাহের পন হিসেবে তাহার পিতার নিকট হইতে পুনরায় ৫০,০০০/০০(পঞ্চাশ হাজার) টাকা যৌতুক আনিয়া দেওয়ার জন্য তাহাকে বিভিন্ন ভাবে চাপ সৃষ্টি করিতে থাকে এবং শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করিতে থাকে। ১নং আসামীর কথামত অন্যান্য আসামীগণ তাহাকে শিশু সন্তানসহ বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দেওয়ার জন্য বিভিন্ন প্রকার ষড়যন্ত্র করিতে থাকে এবং ১নং আসামীকে বাংলাদেশে আসার জন্য নিষেধ করে। সৌদিআরবে অবস্থানরত ১নং আসামীর কথামত অন্যান্য আসামীগণ বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রকার কাগজে জোর পূর্বক তাহার স্বাক্ষর নেয় এবং উক্ত স্বাক্ষরযুক্ত কাগজ দ্বারা মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ ডকুমেন্ট সৃজন করে মর্মে তাহাকে হুমকি দেয়। অদ্য হইতে প্রায় এক বৎসর পূর্বে ১নং আসামীর কথামত অন্যান্য আসামীসগণ বৈবাহিক সম্পর্ক স্থির রাখার শর্তে বিবাহের পণ হিসেবে ৫০,০০০,/০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা তাহার পিতার নিকট হইতে যৌতুক আনিয়া দিতে বলিলে তাহার পিতার যৌতুক প্রদানের অপারগতার কাথা জানাইলে ১নং আসামীর কথামত অন্যান্য সকল আসামীগণ তাহাকে অমানসিক মার পিট করিয়া বিভিন্ন কাগজ পত্রে জোর পূর্বক স্বাক্ষর রাখিয়া সমস্ত কিছু কাড়িয়া রাখিয়া শিশু কন্যাসহ এক বস্ত্রে তাড়াইয়া দেয়। তখন নিরুপায় হইয়া শিশু কন্যাসহ পিতার বাড়িতে আশ্রয় নেন এবং পিতা ও মুরব্বিদের নিকট সমস্ত ঘটনা খুলিয়া বলেন। তাড়াইয়া দেওয়ার পর অন্যান্য আসামীগণ ১নং আসামী কর্তৃক তালাক দেওয়ার হুমকি দিলে তাহার পিতা সিংগাইর থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি

করেন, যাহার নং ১০৬ তাং ০৩/১১/২০০৬ ইং। কয়েকদিন পূর্বে ১নং আসামী সৌদি আরব হইতে দেশে ফিরিয়া আসিলে তাহার পিতা ও মুরব্বীগণ বিষয়টি মীমাংসা করিয়া তাহার স্বামীর সংসারে দেওয়ার জন্য আসামীদেরকে দাওয়াত করিলে ঘটনার তারিখ ও সময়ে আসামীগণ তাহার পিতার বাড়ীতে আসিয়া কতক সাক্ষীগণের মোকাবেলায় বৈবাহিক সম্পর্ক স্থির রাখার শর্তে বিবাহের পন হিসাবে তাহার পিতার নিকট ৫০,০০০/০০(পঞ্চাশ হাজার) টাকা যৌতুক দাবী করে। তাহার পিতা ও কতক সাক্ষীগণ যৌতুক প্রদানে অপারগতার কথা জানাইয়া আসামীদেরকে বিভিন্নভাবে বুঝ প্রবোধ দিতে থাকিলে আসামীগণ ক্ষিপ্ত হইয়া বলে যে, তাহাদের দাবীকৃত বিবাহের পন ৫০,০০০/-(পঞ্চাশ হাজার) টাকা যৌতুক না দিলে তাহারা আর অভিযোগকারীনিকে সংসারে নিবে না, প্রয়োজনে তালাক দেওয়াইয়া ১নং আসামীকে অন্যত্র বিবাহ করাইবে এই কথা বলিয়া উত্তেজিত হইয়া আসামীগণ চলিয়া যাইতে থাকিলে অভিযোগকারীনি ১নং আসামীর পা জড়াইয়া ধরিলে ১নং আসামী তাহার বুকে সজোরে লাথি মারিয়া চিৎ করিয়া মাটিতে ফেলিয়া দিয়া দুই হাত দিয়া তাহার গলা চাপিয়া ধরিয়া জিnŸv বাহির করিয়া ফেলে ও শ্বাসরুদ্ধ করিয়া হত্যার চেষ্টা করে। তখন অন্যান্য আসামীগণ তাহাকে কিল, ঘুষি ও লাথি মারিতে থাকে ও চুল ধরিয়া টানা হেচড়া করে। তাহার ডাক চিৎকারে আশ পাশের লোকজন ও কতক স্যাক্ষীগণ আগাইয়া আসিলে আসামীগণ তাহাকে তালাক দেওয়ার হুমকি দিয়া চলিয়া যায়। আসামীদের মার পিটের ফলে অসুস্হ হইলে তাহার পিতা ও কতক সাক্ষীগণ তাহাকে স্হানীয় ডাক্তার দ্বারা চিকিৎসা করায়। ডাক্তারী চিকিৎসায় সুস্হ হইয়া বিগত ইং ৩০/০১/০৭ তারিখ রোজ মঙ্গলবার সকাল অনুমান ১০ টার সময় তাহার পিতা ও কতক সাক্ষীদের লইয়া সিংগাইর থানায় আসামীদের বিরুদ্ধে মামলা করিতে গেলে সিংগাইর থানার পুলিশ কর্মকর্তা তাহার মামলা না নিয়া তাহাকে বিজ্ঞ কোর্টে মামলা

করিতে বলে। থানা কর্তৃপক্ষ তাহার মামলা না নেওয়ায় নিরুপায় হইয়া অত্রাকারে বিজ্ঞ আদালতে মামলা দায়ের করিলেন। ঘটনা প্রমাণে যথেষ্ট সাক্ষী প্রমাণ আছে। ডাক্তারী চিকিৎসার কারণে ও থানা কর্তৃপক্ষ মামলা না নেওয়ায় অত্র মামলা দায়েরে সামান্য বিলম্ব হইল।

অতঃপর ট্রাইব্যুনাল অভিযোগকারীনির উক্ত দরখাস্ত প্রাপ্তির পর তাহা তদন্ত পূর্বক প্রতিবেদন দাখিলের জন্য সিংগাইর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ প্রদান করিলে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা যথাযথ তদন্ত করিয়া ২০/০২/২০০৭ ইং তারিখে অভিযোগকারীনির অভিযোগ সত্য নহে মর্মে এক প্রতিবেদন দাখিল করেন। কিন্ত অভিযোগকারীনি উক্ত তদন্ত প্রতিবেদনের বিরুদ্ধে নারাজীর আবেদন করিলে তৎপরিপেক্ষিতে ট্রাইব্যুনাল মানিকগঞ্জ জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে ঘটনাটি বিচার বিভাগীয় অনুসন্ধানের নির্দেশ দিলে প্রথম শ্রেনীর ম্যাজিস্ট্রে.ট জনাব এস,এম, শাহ হাবিবুর রহমান হাকিম সাক্ষীদের সাক্ষ্যাদি গ্রহণ পূর্বক তাহা পর্যালোচনা সাপেক্ষে অভিযোগের সত্যতা পান নাই মর্মে ২২/০৪/২০০৭ ইং তারিখে বিচার বিভাগীয় অনুসন্ধানের প্রতিবেদন দাখিল করেন। তৎপর ও অভিযোগকারীনির আবেদনের ভিত্তিতে ম্যাজিস্ট্রেট এর উল্লেখিত ২২/০৪/ ২০০৭ ইং তারিখের অনুসন্ধান প্রতিবেদন প্রত্যাখান করিয়া অভিযুক্ত আপীলকারীদের বিরুদ্ধে আইনের ১১(গ)/৩০ ধারায় অভিযোগ আমলে নেন এবং অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারী করিলে অভিযুক্তগণ ট্রাইব্যুনালে আত্মসমপর্ণ করিয়া ০৫/০৭/২০০৭ ইং তারিখে জামিনে মুক্তির আদেশ প্রাপ্ত হন।

AZtci Awfh³ গণ Eক্ত gvgjvi Awf‡hvM nB‡Z Ae¨vnwZi Rb¨ †dŠR`vix Kvhwewai 265wm avivi weavb Abhvqx UvBe¨bv‡j `iLv¯ `wLj Kwi‡j Zvnv bvKP

Kwiqv Awfh³গনদের wei“‡× AvB‡bi 11(গ)/৩০ avivq 27/07/2008Bs Zwi‡L UvBe¨bvj Awf‡hvM MVb Kwi‡j AÎ Avcx‡ji D™e nq|

Avcxjw‡U ïbvbxKv‡j Awfh³-AvcxjKvix‡`i c‡¶i weÁ AvBbRxex Rbve মোহাম্মদ কাফিল উদ্দিন খান Avcx‡ji ¯c‡¶ ‡Rvivj e³e¨ Dc¯vcb Kwiqv wb‡e`b K‡ib †h, Bnv ¯xKZ †h, Awf‡hvMKvixwbi m‡½ 1bs Avmvgxi †iwR÷xKZ Kwebg‡j 04/02/1998 Bs Zwi‡L Bmjvgx kwiqZ †gvZv‡eK weevn nq, Zvnv‡`i GKwU Kb¨v mšvb Av‡Qı wKš 1bs Avmvgx †mŠw` Avie _vKvKvjxb Awf‡hvMKvixwb 1bs Avmvgx‡K 07/01/2004 Bs Zwi‡L ZvjvK c`vb K‡ib Ges 10/05/2004 Bs Zwi‡L GKB mwK‡bi 4bs Awfh³-AvcxjKvix AvBqe Avjxi cÎ †gvt Av‡bvqvi †nv‡mb‡K †iwR÷x Kwebg‡j weevn K‡ib| 1bs Avmvgxi m‡½ m¤úK bv _vKv m‡ZI wg_¨v Awf‡hv‡Mi wfwË‡Z D³ gvgjv `v‡qi Kwiqv‡Qb| hvnv wmsMvBi _vbvi fvicvß KgKZv KZK Z`‡š †hgb wg_¨v cgwYZ nBqv‡Q †ZgbB UvBe¨bv‡ji wb‡`‡k gwbKM‡Äi c_g †kYxi g¨wR‡÷U Gi wePvi wefvMxq Aনুসন্ধানে ও wg_¨v cgwYZ nBqv‡Q, †mB Abhvqx `BwU Z`š cwZ‡e`‡b NUbvi mZ¨Zv bv _vKv m‡ZI UvBe¨bvj Avcxjkvix‡`i wei“‡× Awf‡hvM MVb Kwiqv‡Qb, hvnv †e-AvBbx, b¨vq wePv‡ii cwicšx| wZwb Av‡iv wb‡e`b K‡ib †h, Awf‡hvM MV‡bi †¶‡Î †dŠR`vix Kvhwewai 265wm Ges 265wW avivi eva¨evaKZvi weavb AbmiY Kiv nq bvBı AwaKš †dŠR`vix Kvhwewai 221 Ges 222 avivi weavb I gvbv nq bvB weavq Avcxjkvix‡`i †dŠR`vix Kvhwewai 265wm avivi `iLv¯ we‡ePbv bv Kwiqv Ab¨vqfv‡e Awfh³-AvcxjKvix‡`i wei“‡× AvB‡bi 11(M)/30

avivq Awf‡hvM MVb Kwiqv‡Qb, hvnv i`I iwnZ‡hvM¨ Ges Awfh³-AvcxjKvixMY AÎ Awf‡hvM nB‡Z Ae¨vnwZ cvIqvi cPwjZ AvB‡b nK`vi e‡U| Ab¨_vq AvB‡bi Acc‡qvM nB‡e Ges Awfh³-AvcxjKvixMY Ah_v nqiwb I ¶wZM¨ nB‡eb| ZvB AvcxjwU gÄi Kivi Av‡e`bmn ZwKZ Av‡`k i` I iwn‡Zi cv_bv K‡ib|

Ab¨w`‡K 1bs cwZev`x c‡¶ weÁ †WcwU G¨vUbx †Rbv‡ij Rbvev kwKjv ilkb ïbvbxKv‡j Avcx‡ji Pig we‡iwaZv Kwiqv e³e¨ Dc¯vcb K‡ib †h, UvBe¨bvj h_v_B Awfh³-AvcxjKvix‡`i wei“‡× AvB‡bi weavb Abhvqx Awf‡hvM MVb Kwiqv‡Qb, ZwKZ Awf‡hvM MV‡bi Av‡`‡k †`Lv hvq 1bs Avmvgx cjvZK iwnqv‡Q Zvnv‡ZB NUbvi mZ¨Zvi Bw½Z enb K‡i weavq UvBe¨bv‡ji Awf‡hvM MV‡bi Av‡`‡k n¯‡¶c Kivi †Kvb AeKvk bvB| AwaKš Awfh³-AvcxjKvix‡`i 265wm avivi `iLv‡¯i e³‡e¨i welqe¯i mZ¨Zv সাক্ষ্য প্রমাণ ছাড়া নিরূপণ সম্ভব নহে বিধায় এই পর্যায়ে আপীল না-মঞ্জুর এর নিবেদন করেন।

আমরা অভিযোগকারীনির অভিযোগ সিংগাইর থানার এস,আই, মোঃ আনোয়ার হোসেন এবং প্রথম শ্রেনীর ম্যাজিষ্ট্রেট জনাব এস,এম, শাহ হাবিবুর রহমান হাকিম এর অনুসন্ধান প্রতিবেদন, অভিযুক্ত-আপীলকারীদের †dŠRv`vix Kvhwewai 265wm avivi `iLv¯ Ges bw_‡Z msiw¶Z Ab¨vb¨ Z_¨-DcvË wbweofv‡e wePvi we‡klY I সতর্কভাবে gj¨vqb Kwijvg|Aভিযোগকারীনির অভিযোগের মূল বক্তব্য হইতেছে "২৭/০১/২০০৭ ইং তারিখ সকাল ১০ ঘটিকার সময় ৫০,০০০/- টাকা যৌতুক না দিলে অভিযোগকারীনিকে আর সংসারে নিবেনা প্রয়োজনে তাহাকে তালাক দিয়া ও দেওয়াইয়া ১নং আসামীকে অন্যত্র বিবাহ করাইবে ও করিবে। এই কথা বলিয়া উত্তেজিত হইয়া

আসামীগন চলিয়া যাইতে থাকিলে অভিযোগকারীনি ১নং আসামীর পা জড়াইয়া ধরিলে ১নং আসামী তাহাকে বুকে সজোরে লাথি মারিয়া চিৎ করিয়া fRnï বাহির করিয়া ফেলে ও শ্বাসরুদ্ধ করিয়া হত্যার চেষ্টা করে। তখন **"অন্যান্য আসামীগণ তথা অত্র অভিযুক্ত-আপীলকারীগণ তাহাকে কিল,ঘুষি ও লাথি মারিতে থাকে ও চুল ধরিয়া টানা হেচড়া করে"**।

সিংগাইর থানার এস, আই মোঃ আনোয়ার হোসেন ট্রাইব্যুনালের আদেশ মোতাবেক যে তদন্ত প্রতিবেদন ২০/০২/২০০৭ ইং তারিখে দাখিল করেন তাহার সার সংক্ষেপ হইল; তিনি অভিযোগকারীনির অভিযোগটি সরেজমিনে তদন্তকালীন সময়ে অভিযোগকারীনির মানিত সাক্ষী সহ এলাকার বিভিন্ন লোকজনদের গোপনে ও প্রকাশ্যে জিজ্ঞাবাদে অভিযোগকারীনির অভিযোগ এর কোন সত্যতার প্রমাণ পান নাই। তিনি আরো বর্ণনা করেন যে, ১নং আসামী পিয়ার আলী সৌদি আরব থাকাকালে অভিযোগকারীনি তাহাকে তালাক দিয়া একই সাকিনের ৫নং আসামী (৪নং আপীলকারী) আইয়ুব আলীর ছেলে মোঃ আনোয়ার হোসেনের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। উক্ত আনোয়ারের সঙ্গেও বিবাহ বিচ্ছেদ হইলে বর্তমানে আবার ১নং আসামী পিয়ার আলীর সঙ্গে ঘর সংসার করার পায়তারা করিতেছে। ১নং আসামী পিয়ার আলী ২য় বিবাহ করিয়া ঘর সংসার করিতেছে। অত্র মামলার অভিযোগকারীনির ঘটনার বিষয়ে তাহার পিতা-মাতা ছাড়া কোন নিরপেক্ষ সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। তদন্তকালে থানায় কর্মরত অফিসারদের নিকট জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায় অভিযোগকারীনি কথিত অভিযোগ নিয়া থানায় কখনো আসেন নাই।

এই তদন্ত প্রতিবেদনের বিরুদ্ধে অভিযোগকারীনি নারাজির দরখাস্ত দিলে ট্রাইব্যুনাল মানিকগঞ্জ জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে বিষয়টি অনুসন্ধান পূর্বক প্রতিবেদন প্রদানের

নির্দেশ দিলে উক্ত নির্দেশের আলোকে প্রথম শ্রেনীর ম্যাজিস্ট্রেট জনাব এস,এম, শাহ হাবিবুর রহমান হাকিম নিম্মোক্ত অনুসন্ধান প্রতিবেদন দাখিল করেন;-

"বাদীসহ ৫ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, কোন সাক্ষীই বাদীকে যৌতুকের জন্য মারপিট করেছে তা বলেনি। তাছাড়া বাদী তাকে মেরেছে বললেও আসামী কি দিয়ে, কোথায়, কিভাবে মেরেছে তা বলে নি। সকল সাক্ষীই বলেছে, আসামী অন্যত্র বিয়ে করেছে। সাক্ষীদের সাক্ষ্য পর্যালোচনায় বাদী কর্তৃক আসামীদের বিরুদ্ধে যৌতুকের দাবীতে বাদীকে মারপিট করে গুরুতর জখমের অভিযোগের কথা কোন সাক্ষীই স্বীকার করেনি।

সাক্ষীদের সাক্ষ্য পর্যালোচনায় বাদী কর্তৃক আসামীদের বিরুদ্ধে যৌতুকের দাবীতে বাদীকে মারপিট করার অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা নাই। বাদীর আনীত অভিযোগ মিথ্যা।"

তৎপর ও অভিযোগকারীনি উক্ত বিচার বিভাগীয় অনুসন্ধান প্রতিবেদন বাতিল পূর্বক সরাসরি মামলাটি আমলে গ্রহণের জন্য ১০/০৫/২০০৭ ইং তারিখে আবেদন করেন যাহার মূল বিষয়বস্তু হইতেছে; ম্যাজিস্ট্রেট আসামীদের অবৈধ বাধ্যবাধকতায় অভিযোগকারীনি ও তাহার সাক্ষীদের সাক্ষ্যসমূহ সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ না করিয়া একটি মনগড়া ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত মিথ্যা অনুসন্ধান প্রতিবেদন দাখিল করিয়াছেন।

অন্যদিকে অভিযুক্ত-আপীলকারীগণ ফৌজদারী কার্যবিধির ২৬৫সি ধারা বিধান অনুযায়ী কথিত অভিযোগ হইতে অব্যাহতির যে আবেদন করেন তাহার মূল বক্তব্য হইতেছে;-

১নং আসামীর সহিত বাদীনির বিগত ইং ০৪/০২/১৯৯৮ তারিখে রেজিঃকৃত কাবিন মূলে বিবাহ হওয়ার পর ১নং আসামী চাকুরী লইয়া বিদেশে অবস্থানকালীন সময়ে

বাদীনি বিগত ইং ০৭/০১/২০০৪ তারিখে নোটারী পাবলিক, মানিকগঞ্জ এর ৭নং হলফনামা মূলে ১নং আসামীকে তালাক প্রদান পূর্বক মোঃ আনোয়ার হোসেনের সহিত বিগত ইং ০৮/০৫/২০০৪ তারিখে ১৬৪ নং হলফনামা মূলে এবং বিগত ইং ১০/০৫/২০০৪ তারিখে রেজিষ্ট্রিকৃত কাবিন মূলে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছে। সুতরাং বাদীনির সহিত ১নং আসামীর বৈবাহিক সম্পর্ক বিদ্যমান না থাকা সত্ত্বেও বাদীনি এই আসামীগণকে অযথা হয়রানী করার অসৎ উদ্দেশ্যে অত্র মিথ্যা ও হয়রানী মূলক মামলা করিয়াছে।

আদালত বাদীনির অভিযোগ তদন্ত পূর্বক প্রতিবেদন দেওয়ার জন্য ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সিংগাইর থানাকে নির্দেশ প্রদান করেন। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সিংগাইর থানা তদন্ত শেষে বাদীনির অভিযোগ মিথ্যা মর্মে বিগত ইং ২০/০২/২০০৭ তারিখে প্রতিবেদন দাখিল করেন। তৎপর বাদীনির দাখিলী পুনঃ তদন্তের আবেদনের ভিত্তিতে মাননীয় আদালত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে তদন্তের জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। মাননীয় আদালতের নির্দেশ মোতাবেক প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট জনাব এস,এম শাহ হাবিবুর রহমান হাকিম বিচার বিভাগীয় তদন্ত শেষে বিগত ইং ২২/০৪/২০০৭ তারিখে বাদীনির অভিযোগ মিথ্যা মর্মে প্রতিবেদন দাখিল করেন।

কথিত ঘটনার তারিখে আসামীগণ বাদীনিকে মারমিট করিয়া জখম করিয়াছে বলিয়া নালিশী দরখাস্তে উল্লেখ করা হইয়াছে এবং বিচার বিভাগীয় তদন্তে বাদীনি ও তাহার পিতা কর্তৃক প্রদত্ত সাক্ষ্যতে বাদীনি ১১ দিন মেডিকেলে চিকিৎসাধীন ছিল বলিয়া জবানবন্দি প্রদান করিয়াছে কিন্তু কোন প্রকার ডাক্তারী সনদপত্র প্রদান করে নাই। ইহাতে বাদীনির অভিযোগ সম্পূর্ণরুপে মিথ্যা প্রতীয়মান হয়।

বিশেষ ট্রাইব্যুনাল অভিযুক্ত-আপীলকারীদের দাখিলকৃত ফৌজদারী কার্যবিধির ২৬৫সি ধায়ায় দরখাস্ত, মামলার নথিপত্র, তথা এজাহার, একটি তদন্ত প্রতিবেদন, একটি বিচার বিভাগীয় অনুসন্ধান প্রতিবেদন, অভিযোগকারীনি কর্তৃক ১নং আসামীকে তালাকসহ তাহার দ্বিতীয় বিবাহের নিকাহনামা (দাখিল করিয়াছেন) তথা অভিযোগকারীনি আর ১নং আসামীর স্ত্রী নহে যাহা প্রতীয়মান, সেখানে এই সকল বিষয়গুলি বিস্তারিত বর্ণনাসহ তালাকের হলফনামা এ্যানেক্সার-এফ এবং নিকাহ নামার সার্টিফাইড কপি এনেক্সার-এফ-১ নথিতে সংরক্ষিত রহিয়াছে, সেখানে অভিযোগ গঠনের পূর্বে নথিতে সংরিক্ষত উপরোক্ত তথ্য সম্বলিত বিষয়বলীসহ অভিযুক্ত-আপীলকারীদের দাখিলকৃত ফৌজদারী কার্যবিধির ২৬৫সি ধারার দরখাস্ত অত্যন্ত নিবিড়ভাবে সতর্কতার সহিত পর্যালোচনাসহ বিবেচনা পূর্বক ট্রাইব্যুনালের মুল্যায়ন করা উচিৎ ছিল কিন্তু ট্রাইব্যুনাল উল্লেখিত তথ্য-উপাত্ত, উপকরণ-উপাদান, বিচার বিশ্লেষণ না করিয়াই তর্কিত অভিযোগ গঠন করিয়াছেন বলিয়া অনুমেয়। এই ক্ষেত্রে 47 DLR 342, Khandaker Md. Moniruzzaman-Vs The State j¡jm¡l নজির প্রণিধানযোগ্য যেখানে সিদ্ধান্ত হয় যে;

> "While framing charge against the accused the trial court is to apply independent Judicial mind to the facts and circumstance of the case and the materials on record particularly the First Information Report so as to be satisfied that innocent persons are not harassed unnecessarily. "

HC l¡-ul ¢hi"‡× l¡øÌfr বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগে আপীল করিলে হাই কোর্ট বিভাগের উপরোক্ত সিদ্ধান্ত বহাল থাকে, যাহা 5 BLT (AD) 9 এবং 17BLD (AD) 54 পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়। যেখানে সিদ্ধান্ত হয় যে, "The Additional Sessions Judge without proper consideration of

the materials on record and application of mind to section 265C and 265Dof the Code wrongly opined that their is ground for presuming that the respondent had committed charge against him when as a matter of fact the materials on record do not sufficiently provide any ground that the accused involved as an abetter in the offence as alleged. ″

যখন অভিযুক্তদের পক্ষ হইতে ফৌজদারী কার্যবিধির ২৬৫সি ধারায় অব্যাহতির আবেদন আসে তখন বিজ্ঞ আদালত/ট্রাইব্যুনালের উচিৎ নথিতে সংরক্ষিত সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র বিচার বিশ্লেষণ এবং বিজ্ঞ আইনজীবীদের বক্তব্য শ্রবণ করিয়া ন্যায় ভিত্তিক দায়িত্বের আলোকে উক্ত আবেদনপত্র মূল্যায়ন করা। এই ক্ষেত্রে Debobraota Baiddy@ Debu-vs-state 58 DLR 71 মামলায় যে সিদ্ধান্ত হয়, তাহা নিম্নরুপ:

> ″The provisions of section 265C and 265D are mandatory. A duty is cast upon the court to scrutinise the record and the document submitted there before discharging or framing a charge in a case as the case may be. Just because name of a particular person is mentioned in the FIR or charge sheet is not sufficient to frame change against him or frame charge mechanically so that innocent person may not be harassed on false and vexatious allegations. ″

ফৌজদারী কার্যবিধির ২৬৫সি ধারায় ট্রাইব্যুনালের দায়িত্ব প্রয়োগে অভিযুক্তকে অব্যাহতির বিষয় সম্পর্কে ৫০ ডিএলআর ১০৩ পৃষ্ঠায় নজরুল ইসলাম বনাম রাষ্ট্র মামলায়

গৃহীত সিদ্ধান্তে বিষয়টি আরো সুস্পষ্ট করিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে, যাহা নজির হিসাবে এই মামলার ক্ষেত্রে যথাচিত হিসাবে উল্লেখ করা যায়। যেখানে সিদ্ধান্ত হয় যে,

> "আসামী পক্ষ থেকে মামলা অব্যাহতি দিবার জন্য কোন দরখাস্ত দেয়া হোক বা না হোক আসামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করা হবে কিনা সে সম্পর্কে ২৬৫সি ও ২৬৫ডি ধারার বিধান অনুযায়ী দায়রা আদালত তথা যে কোন ট্রাইব্যুনালের দায়ীত্ব হচ্ছে উপরোক্ত বিষয় বিবেচনা করে এবং পক্ষদের বক্তব্য শুনে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া। শুধু এজাহারে নাম উল্লেখ থাকলে এবং আসামীর বিরুদ্ধে পুলিশ অভিযোগপত্র দাখিল করলে বা অভিযোগের দরখাস্তে আসামীর নাম উল্লেখ থাকলেই তার বিরুদ্ধে যান্ত্রিকভাবে অভিযোগ গঠন করা সমীচীন নয়।"

অথচ এই মামলার ক্ষেত্রে অভিযুক্ত-আপীলকারীদের বিরুদ্ধে কথিত ঘটনার তারিখ ২৭/০১/২০০৭, অভিযোগ দাখিল ০৪/০২/২০০৭ ইং তারিখ, অভিযোগে অভিযুক্ত-আপীলকারীদের নামে নির্দিষ্ট কোন অভিযোগ নাই, পুলিশ তদন্ত প্রতিবেদনে অভিযোগকারীনির মামলা মিথ্যা প্রমাণিত, বিচার বিভাগীয় অনুসন্ধান প্রতিবেদনে অভিযোগকারীনি তাহার মামলা প্রমাণ করিতে পারেন নাই, সেই ক্ষেত্রে ট্রাইব্যুনাল কোন্ বিবেচনায় অভিযুক্ত-আপীলকারীদের ফৌজদারী কার্যবিধির ২৬৫সি ধারায় অব্যাহতির দরখাস্ত নাকচ করিয়া অভিযোগ গঠন করিলেন এবং অভিযোগ গঠনের আদেশে তাহার কোন ব্যাখ্যা কেন দেওয়া হয় নাই তাহা আমাদের বোধগম্য নয়।

সার্বিক বিচার বিশ্লেষণে দেখা যায় অভিযোগকারীনি-২নং প্রতিবাদী তাহার অভিযোগের আবেদনপত্রে অভিযুক্ত আপীলকারীদের বিরুদ্ধে শুধুমাত্র উল্লেখ করিয়াছেন যে, "তখন অন্যান্য আসামীগণ আমাকে কিল, ঘুষি ও লাথি মারিতে থাকে ও চুল ধরিয়া টানা হেচড়া করে।" অভিযুক্ত আপীলকারীদের কাহারও বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট কোন অভিযোগ নাই, যেখানে ২০/০২/২০০৭ ইং তারিখের সিংগাইর থানার এস,আই, মোঃ আনোয়ার

হোসেন অভিযোগটি সত্য নয় মর্মে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন, তাহার বিরুদ্ধে নারাজির ভিত্তিতে ট্রাইব্যুলান পুনঃবার বিচার বিভাগীয় অনুসন্ধান পূর্বক প্রতিবেদন দাখিলের জন্য মানিকগঞ্জ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বরাবরে প্রেরণ করিলে প্রথম শ্রেনীর ম্যাজিস্ট্রেট জনাব এস,এম,শাহ হাবিবুর রহমান হাকিম অনুসন্ধান পূর্বক যে প্রতিবেদন প্রদান করেন তাহাও অগ্রাহ্য করিয়া ট্রাইব্যুনাল অভিযোগটি আমলে নেন কিন্তু ট্রাইব্যুনাল সরাসরি অভিযোগটি আমলে নিতে পারেন অথবা তদন্ত কিম্বা অনুসন্ধান পূর্বক অভিযোগ আমলে নেওয়া বা নাকচ করার ক্ষমতা আইনে প্রদান করা হইয়াছে, সেখানে প্রথম তদন্ত প্রতিবেদন অগ্রাহ্যে ট্রাইব্যুনাল সরাসরি অভিযোগ আমলে নিতে পারেন কিন্তু দ্বিতীয় অনুসন্ধানের নির্দেশ দিতে পারেন না। বিষয়টি অনুধাবনের জন্য আইনের ২৭ ধারাটি পূর্ণাঙ্গ উদ্ধৃত হইল;

"২৭।(১) সাব-ইন্সপেক্টর পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এমন কোন পুলিশ কর্মকর্তা বা এতদুদ্দেশ্যে সরকারের নিকট হইতে সাধরণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির লিখিত রিপোর্ট ব্যতিরেকে কোন ট্রাইব্যুনাল কোন অপরাধ বিচারার্থে গ্রহণ করিবেন না।

(১ক) কোন অভিযোগকারী উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন পুলিশ কর্মকর্তাকে বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে কোন অপরাধের অভিযোগ গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া ব্যর্থ হইয়াছেন মর্মে হলফনামা সহকারে ট্রাইব্যুনালের নিকট অভিযোগ দাখিল করিলে ট্রাইব্যুনাল অভিযোগকারীকে পরীক্ষা করিয়া-(ক) সন্তুষ্ট হইলে অভিযোগটি অনুন্ধানের (ইনকুয়ারী) জন্য কোন ম্যাজিস্ট্রেট কিংবা অন্য কোন ব্যক্তিকে নির্দেশ প্রদান করিবেন এবং অনুসন্ধানের জন্য নির্দেশ প্রাপ্ত ব্যক্তি অভিযোগটি অনুসন্ধান করিয়া সাত কার্য দিবসের মধ্যে ট্রাইব্যুনালের নিকট রিপোর্ট প্রদান করিবেন;

(খ) সন্তুষ্ট না হইলে অভিযোগটি সরাসরি নাকচ করিবেন।

(১খ) উপ-ধারা (১ক) এর অধীন রিপোর্ট প্রাপ্তির পর কোন ট্রাইব্যুনাল যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে,

(ক) অভিযোগকারী উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন পুলিশ কর্মকর্তাকে বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে কোন অপরাধের অভিযোগ গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া ব্যর্থ হইয়াছেন এবং অভিযোগের সমর্থনে প্রাথমিক সাক্ষ্য প্রমাণ আছে সেই ক্ষেত্রে ট্রাইব্যুনাল উক্ত রিপোর্ট ও অভিযোগের ভিত্তিতে অপরাধটি বিচারার্থ গ্রহণ করিবেন;

(খ) অভিযোগকারী উপ-ধারা (১)এর অধীন কোন পুলিশ কর্মকর্তাকে বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে কোন অপরাধের অভিযোগ গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া ব্যর্থ হইয়াছেন মর্মে প্রমাণ পাওয়া যায় নাই কিংবা অভিযোগের সমর্থনে কোন প্রাথমিক সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া যায় নাই সেই ক্ষেত্রে ট্রাইব্যুনাল অভিযোগটি নাকচ করিবেন;

(১গ) উপ-ধারা (১) এবং (১ক) এর অধীন প্রাপ্ত রিপোর্ট কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপরাধ সংঘটনের অভিযোগ বা তৎসম্পর্কে কার্যক্রম গ্রহণের সুপারিশ না থাকা সত্ত্বেও ট্রাইব্যুনাল, যথাযথ এবং ন্যায়বিচারের স্বার্থে প্রয়োজনীয় মনে করিলে, কারণ উল্লেখ পূর্বক উক্ত ব্যক্তির ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(২) যে ট্রাইব্যুনালের এখতিয়ারাধীন এলাকায় কোন অপরাধ বা উহার কোন অংশ সংঘটিত হইয়াছে অথবা যেখানে অপরাধীকে বা একাধিক অপরাধীর ক্ষেত্রে, তাহাদের যে কোন একজনকে পাওয়া গিয়াছে, সেই স্থান যে ট্রাইব্যুনালের এখতিয়ারাধীন, সেই ট্রাইব্যুনালে অপরাধটি বিচারার্থ গ্রহণের জন্য রিপোর্ট বা অভিযোগ পেশ করা যাইবে এবং সেই ট্রাইব্যুনাল অপরাধটির বিচার করিবে।

(৩) যদি এই আইনের অধীন কোন অপরাধের সহিত অন্য কোন অপরাধ এমনভাবে জড়িত থাকে যে, ন্যায় বিচারের স্বার্থে উভয় অপরাধের বিচার একই সংগে বা একই মামলায় করা প্রয়োজন, তাহা হইলে উক্ত অন্য অপরাধটির বিচার এই আইনের অধীন অপরাধের সহিত এই আইনের বিধান অনুসরণে একই সংগে বা একই ট্রাইব্যুনালে করা যাইবে।"

ধারাটির বিষয়বস্তু হইতে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান যে, ট্রাইব্যুনালের দ্বিতীয়বার অভিযোগটি অনুসন্ধানের নির্দেশ প্রদান করিয়া আইনের বিধানকে অবজ্ঞা করিয়াছেন, যাহা তিনি পারেন না। অধিকন্তু অভিযোগকারীনির দরখাস্ত পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, অভিযোগনামাটি আইনের ২৭ (১ক) ধারা অনুযায়ী হলফনামা ছাড়াই দাখিল করিয়াছেন। যাহা আইন অনুযায়ী সরাসরি খারিজযোগ্য ছিল কিন্তু তাহা উপেক্ষা করিয়া ও ট্রাইব্যুনাল প্রথমে থানায় তদন্তের জন্য প্রেরণ করেন, যাহার প্রতিবেদন অভিযোগকারীনির বিপক্ষে যাওয়ায় তাহার আবেদনের ভিত্তিতে দ্বিতীয় বার বিচার বিভাগীয় অনুসন্ধানের জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। যাহা আইন বহির্ভূত ও ন্যায় বিচারের পরিপন্থী এবং ট্রাইব্যুনালের এখতিয়ার বহির্ভূত ও বটে। এই ক্ষেত্রে 58 DLR 253 M Moinul khan-Vs- state মামলায় নজির এখানে প্রণিধানযোগ্য, সেখানে সিদ্ধান্ত হয় যে,

> "Tribunal misconstrued the provisions of section 27 of the Nari-o-Shishu Nirjatan Ain, 2000 and thereby committed an error of law in passing the impugned order rejecting the inquiry report submitted by the Magistrate, 1st Class and directing the Additional District Magistrate Sylhet for holding "local inquiry" for the 2nd time though the Magistrate, 1st Class held the enquiry as per provision of section 27 and the

aforesaid Ain does not provide for such inquiry for the 2nd time."

সেই ক্ষেত্রে ট্রাইব্যুনালের উচিৎ ছিল অভিযুক্ত-আপীলকারীদের ফৌজদারী কার্যবিধির ২৬৫সি ধারার দরখাস্ত বিবেচনায় নিয়া উপরোক্ত বিষয়গুলি নিবিড়ভাবে বিচার বিশ্লেষণ পূর্বক তাহা মূল্যায়ন করিয়া সিদ্ধান্ত নেওয়া। কিন্তু ট্রাইব্যুনাল সেইরুপ আচরণ করিতে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়া ফৌজদারী কার্যবিধির ২৬৫সি ধারার প্রয়োগের ক্ষেত্রে ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হইয়া বে-আইনীভাবে অভিযুক্ত-আপীলকারীদের wei"‡× †¯"QvPvixfv‡e অভিযোগ গঠনের যে তর্কিত আদেশ প্রদান করিয়াছেন তাহা আইনের অপপ্রয়োগ ও অযথা আদালতের মূল্যবান সময় ক্ষেপণসহ অন্যায়ভাবে অভিযুক্ত-আপীলকারীদের হয়রানী মূলক আচরণ বলিয়া আমরা মনে করি।

যেখানে আপীলকারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগকারীনির অভিযোগ অস্পষ্ট (vague) ও অনির্দিষ্ট (unspecific) সেখানে ট্রাইব্যুনাল অভিযুক্ত-আপীলকারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠণের ক্ষেত্রে আরো অধিক মনযোগী হওয়া উচিৎ ছিল, কেননা অযথা যেন আদালতের মূল্যবান সময় নষ্ট না হয়, তাহাই ন্যায় বিচারের প্রত্যাশা। এক্ষেত্রে 56 DLR, 516 M M Ishak-vs-State and others মামলায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বিবেচনার যোগ্য, যেখানে সিদ্ধান্ত হয় যে,

"Thus the vague and unspecific allegation of torture made in the First Information Report does not attract an offence under section 11(kha) of the Ain. So, the allegations made in the first information report, even if are taken as true, do not constitute an offence punishable under section 11(kha) or 11(kha)/30 of the Ain. Therefore, the proceeding should be quashed to

> prevent the abuse of process of the court and for ends of justice".

অধিকন্তু দেখা যায় যে ট্রাইব্যুনাল ফৌজদারী কার্যবিধির ২২১ ও ২২২ ধারার বিষয়বস্তুর প্রতি গভীর মনোযোগ না দিয়া অভিযুক্ত-আপীলকারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করিয়াছেন, যেখানে অভিযোগকারীনি নিজেই তাহার অভিযোগে উল্লেখ করিয়াছেন যে, "অন্যান্য আসামীগণ (অভিযুক্ত-আপীলকারীগণ) আমাকে কিল, ঘুষি ও লাথি মারিতে থাকে ও চুল ধরিয়া টানা হেচড়া করে"। এ ধরনের গড়পড়তা অভিযোগ কিভাবে ট্রাইব্যুনালের বিজ্ঞ বিচারক বিবেচনায় নিলেন যেখানে ফৌজদারী কার্যবিধির ২২১ ও ২২২ ধারায় প্রতিবন্ধকতা রহিয়াছে, তাহা প্রশ্নের সম্মুখীন। অভিযোগ গঠনকালে ফৌজদারী কার্যবিধির ২২১ ও ২২২ ধারার প্রয়োজনুসারে বিষয় উল্লেখ করিবার ব্যর্থতা আসামীদের যথার্থ আত্মপক্ষ সমর্থন হইতে বঞ্চিত করে এবং এইরুপ ভুল ন্যায় বিচারের ব্যর্থতার কারণ ঘটায়। এক্ষেত্রে 50 DLR, 199 Bashir Kha-vs-state মামলার নজির প্রণিধানযোগ। যেখানে সিদ্ধান্ত হয় যে,

> "The failure of the Trial Court in not mentioning the particulars which are required to be mentioned under section 221 and 222 of the Code while framing charge deprived the accused proper defence and as such the error of occasioned failure of Justice".

সার্বিক বিবেচনায় আমরা নীতিগতভাবে একমত যে, ট্রাইব্যুনাল মামলায় রক্ষিত যাবতীয় নথিপত্র নিবিড়ভাবে পর্যালোচনাসহ বিচারসূলভ মনোভাব নিয়া সর্বোচ্চ গুরুত্বের সহিত বিবেচনা পূর্বক মূল্যায়ন করিতে ব্যর্থ হইয়া অভিযুক্ত-আপীলকারীদের বিরুদ্ধে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ এর ১১ (গ)/৩০ ধারায় অভিযোগ গঠন করিয়াছেন, যাহা আইনসঙ্গত নহে; বিধায় উপরোক্ত আলোচনা-পর্যালোচনা ও নজিরসমূহের সিদ্ধান্তের

আলোকে তাহা রদ ও রহিত হওয়ার যোগ্য। সেহেতু আপীলটি মঞ্জুর হওয়া আইনসঙ্গত ও ন্যায় বিচারের পরিপূরক।

অতএব,

ফলাফল,

বর্ণিত অবস্থা, হেতুবাদ ও উল্লেখিত নজিরগুলির সিদ্ধান্তের আলোকে আপীলটি মঞ্জুর করা হইল। নারী ও শিশু নির্যাতন দমন বিশেষ ট্রাইব্যুনাল, মানিকগঞ্জ, বিচারাধীন নারী শিশু মামলা নং-৮৫/২০০৭, যাহা মিস পিটিশন নং ২৪/২০০৭, ধারা ১১(গ)/৩০, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন-২০০০ হইতে উদ্ভব, তাহাতে ট্রাইব্যুনালের প্রদত্ত ২৭/০৭/২০০৮ ইং তারিখের অভিযোগ গঠনের ২৪ নং আদেশ রদ ও রহিত করা হইল এবং অভিযুক্ত-আপীলকারী ১। সাইদুর রহমান,২। রহম আলী উভয় পিতা-মৃত বন্দর আলী, ৩। দেল মোহম্মদ, ৪। আইয়ুব আলী, ৫। আব্দুল সর্বপিতা-মৃত নটু, ৬। নিজাম, পিতা-মৃত আলিমুদ্দিনদের উল্লেখিত নারীও শিশু মামলার অভিযোগ/দায় হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইল। তাহাদের জামিনের মুচলেকা প্রত্যাহার করা হইল।

আদেশের কপি ট্রাইব্যুনালে প্রেরণ করা হউক।

wePvicwZ G,†K,Gg, dRji ingvbt

Awg GKgZ|